NEWS
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিনয়ে ক্যাটরিনার নতুন শর্ত, স্বামীর বেলাতেও তা প্রযোজ্য
পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ ফাইনালে আগে ব্যাট না করার কারণ জানালেন ওয়ার্নার
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২১ ● কলকাতা ● ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মহারাষ্ট্রে একতরফা আসন রফার ঘোষণা বিজেপির, অসন্তোষ শিণ্ডে-অজিত পওয়ার শিবিরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি, শিব সেনার শিণ্ডে শিবির এবং এনসিপির অজিত পওয়ার শিবির, মহারাষ্ট্রে এনডিএ শিবিরে এখন তিনটি পাওয়ার সেন্টার। এই তিন পাওয়ার সেন্টারের মধ্যে লোকসভার আসন সমঝোতা নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই ঠোকাঠুকি লেগে গেল। একতরফাভাবে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর দল বিজেপি একাই লড়বে মহারাষ্ট্রের ২৬ আসনে। তাতেই অসন্তোষ জোটসঙ্গীদের মধ্যে। অজিত পওয়ার যেমন বলেই দিচ্ছেন, 'আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরুই হয়নি। আমার ডেঙ্গু হয়েছিল। ১৫ দিন ঘরবন্দি ছিলাম। এবার আলোচনা শুরু হবে।' বস্তুত ফড়ণবিসের দাবি তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। শিণ্ডে শিবিরেও অসন্তোষ রয়েছে বলেই খবর।বাকি ২২ আসনে লড়বে জোট শরিকেরা।

লোকসভা নির্বাচনের বাকি আর চার-পাঁচ মাস। বিজেপি চাইছে আগেভাগে আসন সমঝোতা মিটিয়ে ফেলতে। যাতে এখন থেকেই আসন বেছে বেছে প্রচার শুরু করে দেওয়া যায়। শনিবার দেবেন্দ্র ফড়ণবিস ঘোষণা করে দিলেন, জোট শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা মোটামুটি পাকা হয়ে এসেছে। বিজেপি একাই লড়বে ২৬ আসনে। ২২ আসনে লড়বে একনাথ শিণ্ডের শিব সেনা এবং অজিত পওয়ারের এনসিপি।

এরপর ৩ পাতায়

এবার ১০০ কোটি টাকা চুরির অভিযোগ মমতার বিরুদ্ধে!

ইডি-র দ্বারস্থ শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । বিস্ফোরক অভিযোগ করে শুভেন্দুর দাবি, করোনাকালে কেন্দ্রের পাঠানো ১০০০ কোটি টাকা চুরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।চিঠিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শুভেন্দু লেখেন, ' আমি ইডি, আয়কর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছি। এই কেলেঙ্কারির তদন্ত যাতে সঠিকভাবে হয় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাছে সেই দাবি করছি।'করোনাকালে কোভিড সরঞ্জাম কেনায় বিপুল আর্থিক দুর্নীতিতির অভিযোগ তুলে ইডি, আয়কর দফতর এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিলেন নন্দীগ্রাম বিধায়ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেছেন শুভেন্দু।

'কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে রাজ্য সরকার'

চিঠিতে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'কোভিড অতিমারীর সময় বাংলায় পিপিই কিট এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনার জন্য রাজ্যকে বিপুল আর্থিক সাহায্য করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার সেই তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে।'

শুভেন্দুর দাবি, করোনাকালে কেন্দ্রের পাঠানো পিএম কেয়ার তহবিলের কোটি কোটি টাকা সরিয়েছেন রাজ্য সরকারি আধিকারিকরা। যা পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পৌঁছে গিয়েছে।

ওদিকে শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার কোতুলপুর থেকে শুভেন্দু বলেন, ' পিএম কেয়ারের টাকা কী ভাবে স্বাস্থ্য দফতর ২০ -২১এ লুঠ করেছে তার প্রমাণ আজকে আমি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য সচিবকে দিয়েছি। ৫ হাজার কোটি টাকা ভারত সরকার দিয়েছে।১০০০ কোটি টাকা মমতা ব্যানার্জির লোকেরা লুঠ করে চুরি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তার তথ্যপ্রমাণও আমি দিয়েছি'।

খুঁটিপুজো করে শাহ-সভার প্রস্তুতি শুরু পদ্মের, ১৪-র রেকর্ড ভাঙাই লক্ষ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় বুধে পা অমিত শাহের। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করেছিলেন ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর। তখন রাজ্যে বিজেপির শক্তি বলতে দুই সাংসদ, এক বিধায়ক। এখন খাতায়কলমে ১৭ সাংসদ আর ৭৪ বিধায়ক। তবে রাহুল সিংহের সভাপতিত্ব কালের সভাকে টপকে যাওয়াই লক্ষ্য সুকান্ত মজুমদার শিবিরের। বিজেপি সূত্রে যা জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে শাহ হেলিকপ্টারে রেসকোর্সে যাবেন। সেখান থেকে দুপুর ২টো নাগাদ ধর্মতলার মঞ্চে আসার কথা।১২টা থেকে সভা শুরু হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবর্তে হবে রাজনৈতিক নাটক। তৃণমূলকে আক্রমণ করে গান গাইবেন দলের কবিয়াল বিধায়ক অসীম সরকার। ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করবেন অভিনেতা রাজনীতিক রুদ্রনীল ঘোষ। রাজ্য নেতাদের বক্তৃতাদের শেষে শাহ বলা শুরু করবেন দুপুর আড়াইটে নাগাদ।রবিবার তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হল। যেখানে মঞ্চ বাঁধা হবে, সেই জায়গায় খুঁটিপুজো হয় রবিবার। তার আগে সেখানে বসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শোনেন রাজ্য বিজেপির নেতারা।

দিল্লিতে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপির ২০১৪ সালের

এরপর ৩ পাতায়

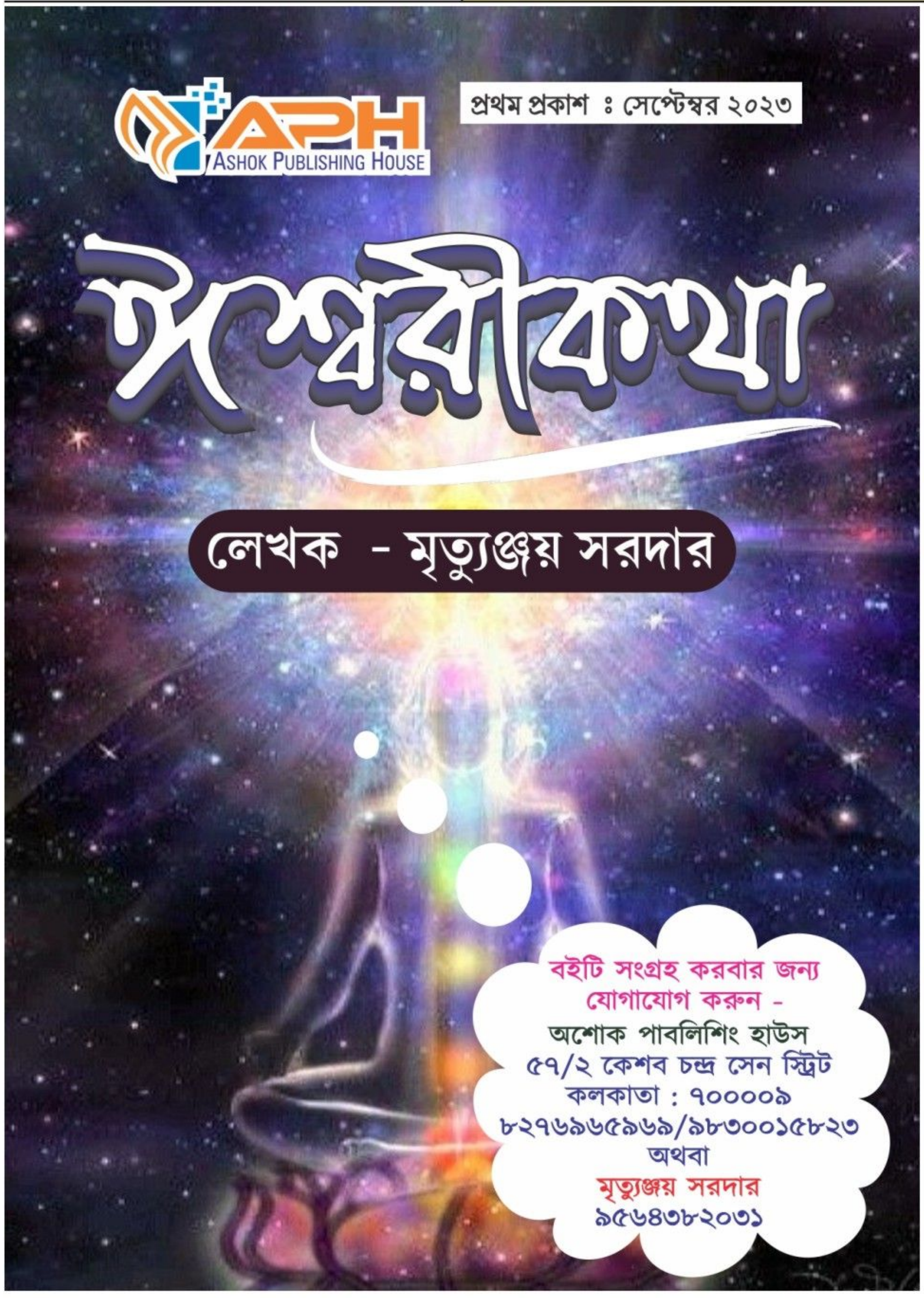

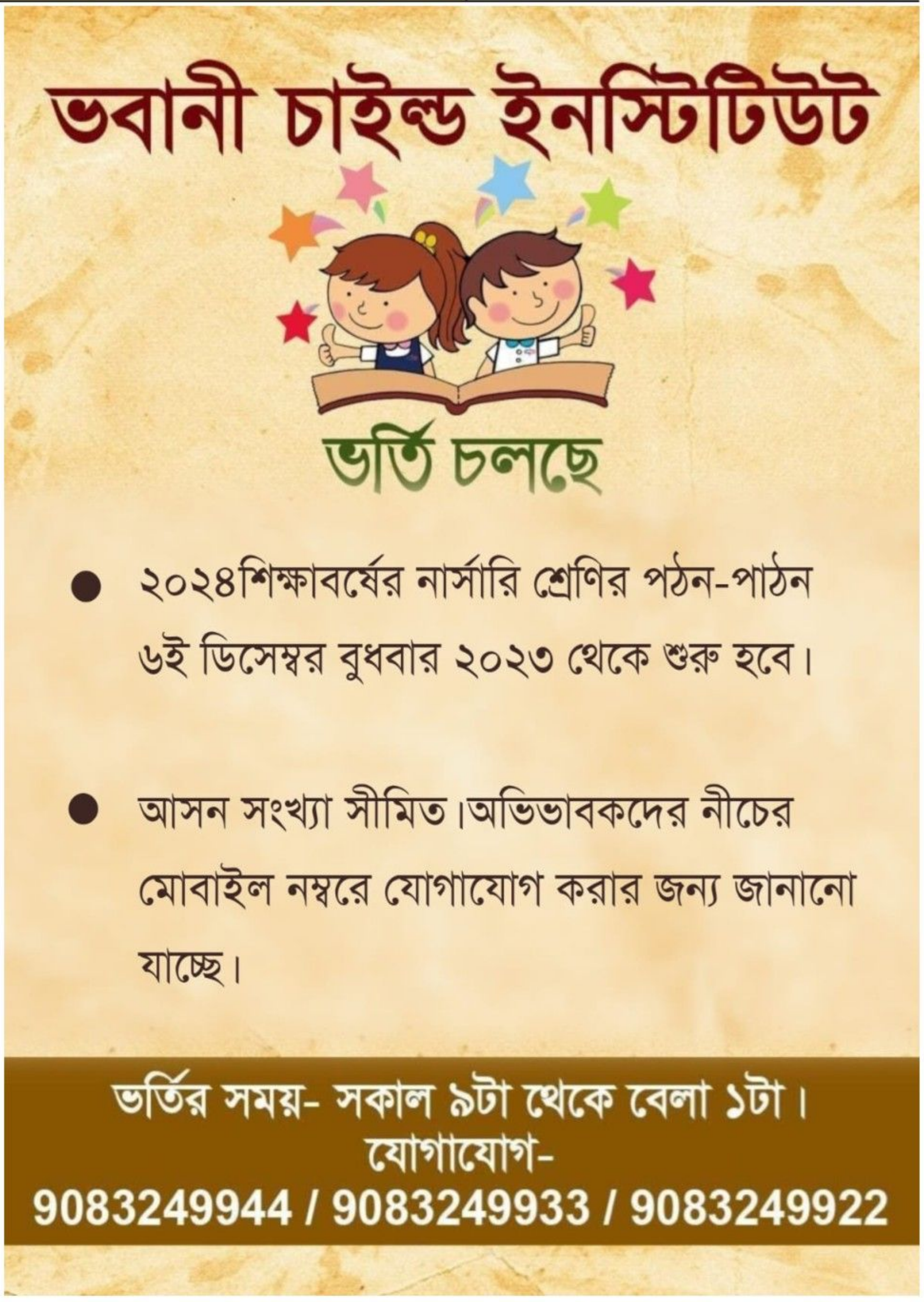

কর্মী আক্রান্ত হলে একঘণ্টায়
এলাকা জ্বালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

কাটোয়া: নিউজ সারাদিন : এবার বেফাঁস পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব যশ। বললেন, 'একটা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যদি আক্রান্ত হন, একঘণ্টার মধ্যে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেব।' তৃণমূল নেতার এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল এলাকায়। মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন বিরোধীরা।গত বৃহস্পতিবার ভাতারে সিপিএমের 'ইনসাফ যাত্রা' কর্মসূচি হয়। তার পালটা শনিবার বিকেলে বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর নেতৃত্বে বিশাল মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। তার পর শনিবার সন্ধ্যায় ভাতার বাজারে পথসভায় মানগোবিন্দ বলেছিলেন, 'সিপিএমের আমলে খুনের বিচার হয়নি। আমাকে গুলি করা হয়েছিল। সেই মামলা পুলিশকে দিয়ে চেপে দিয়েছিল। আর ওরা এখন ইনসাফ যাত্রা করছে। ইনসাফ তো আমরা চাইব। এবার আর বদল নয়, বদলা চাইব।' তার পর এদিন বেফাঁস বাসুদেব যশ। এ বিষয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, 'আসলে তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই পাগলের প্রলাপ বকছে। প্রচুর মানুষ ইনসাফ যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। তাই বিধায়ক থেকে তৃণমূল নেতা এসব বলছেন।'রবিবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের সাহেবগঞ্জে তৃণমূলের তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় ছিলেন ভাতারের ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাসুদেব যশ। সেখানে তিনি বলেন, 'সহ্যের একটা সীমা আছে। অনেক সহ্য করেছি। আমি তিনবার এই সাহেবগঞ্জের বুকে মার খেয়েছি। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছি। আমরা মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করি ও করব। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এই সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে ও ভাতার ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গা উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। এটা মেনে নেব না। আমরা জানি কীভাবে অশান্তি ঠান্ডা করতে হয়।' বাসুদেববাবুর কথায়, 'আমাদের বিধায়ক বলেছেন আমরা রাস্তায় আছি। কোথাও অশান্তি, দাঙ্গা চাই না। ৩৪ বছর ধরে লড়াই করে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু কেউ অশান্তি করলে তার ওষুধ জানা আছে। সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। একটা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যদি আক্রান্ত হন, একঘণ্টার মধ্যে সেই জায়গা জ্বালিয়ে দেব।'

লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ায়
সাফ হবে তৃণমূল! কোতুলপুর থেকে হুঙ্কার শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোর ধরতে মানুষ ২৯ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কলকাতায় সেদিন জন সুনামি হবে।' শনিবার বাঁকুড়ার কোতুলপুরের সভা মঞ্চ থেকে বললেন শুভেন্দু অধিকারী। সমস্ত স্তরের বঞ্চিতদের ধর্মতলায় অমিত শাহর সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকেও এ দিন চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'আগামী ১১ ডিসেম্বর বাঁকুড়া এসপি অফিস অভিযান করব।' জেলা জুড়ে বালি চুরি নিয়েও কোতুলপুরের সভামঞ্চ থেকে শনিবার সরব হন বিরোধী দলনেতা। মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় এদিন নিজের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জনসমক্ষে ঘোষণা করে তাঁকে বালি চুরির ছবি পাঠানোর কথা বলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আপনারা ছবি পাঠাবেন। আমি তার পরের দিনই সেখানে চোর ধরতে পৌঁছে যাব।'সে প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,' বিজেপির কেউ ওনার সঙ্গে নেই। দেনায় জর্জরিত ছিলেন হরকালি। দেনা মেটাতে উনি আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি ওনাকে পর্যায়ক্রমে ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছি। হরকালি বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করায় দলে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেও দাবি শুভেন্দু অধিকারীর।

শুভেন্দুর আরও দাবি, লোকসভা ভোটে বাঁকুড়া জেলায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে তৃণমূল। এই মুহূর্তে বাঁকুড়া জেলার দুটি লোকসভা আসনই বিজেপি-র দখলে। গত বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য হারানো জমি অনেকটাই ফিরে পেয়েছে তৃণমূল।

মন্ডপ তৈরি অসম্পূর্ণ এবং তুলির
শেষ টানের মাঝেই চলছে উদ্বোধন

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : "নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই/ জহি অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাই"। বৈষ্ণব তীর্থস্থান রূপে আজও এ ভূমির সর্ব ধর্মের মানুষের লীলাভূমি। ১২ মাসে তেরো পার্বণের মতো নবদ্বীপে উৎসব অনুষ্ঠানের শেষ নেই। সেই উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম 'রাস '। মূলত এই উৎসব বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রে বাংলাদেশ থেকে প্রচলিত। কিন্তু নবদ্বীপের রাস প্রকরণগত দিক থেকে আলাদা। এখানে রাসে শাক্ত দেব দেবীরাই পূজিত হন। অতি প্রাচীন কাল থেকে নবদ্বীপ শাক্ত সাধনার পিঠস্থান। এই মহাপ্রভুর জন্মস্থানে বিভিন্ন দেবদেবী পূজা হয়।

এই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বারোয়ার দুদিন আগের থেকেই কার আগে কোন বারোয়ারি উদ্বোধন করবে তার রেষারেষি চলে। শুধু উদ্বোধন নয় তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে থিমের পুজো। সময় খুব কম বড় বড় প্যান্ডেল, ঠাকুর, আলোকসজ্জা। শিল্পীরা সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করে উঠতে পারছে না। সব মিলিয়ে নবদ্বীপে প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি পূজা হয়।

শুক্রবার পবিত্রময় সেন গুপ্ত রোডের বিধায়কের মহাপ্রভু পুজো শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের উদ্বোধন শুরু হয়েছে। শুক্রবার শনিবার রবিবার তিন দিনব্যাপী চলছে উদ্বোধনের পালা। রবিবার যত রাত্রি হোক সমস্ত উদ্বোধন শেষ করতে হবে। তাই কোনো বারোয়ারীতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট এর বেশি সময় দিতে পারছেন না উদ্বোধক নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরী কাক্ষ সাহা, পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা,। সঙ্গে উপস্থিত থাকছেন সমস্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা অতিথি হিসেবে। উদ্বোধনের রুট ম্যাপ তৈরি করে নিয়েছেন কাউন্সিলর সুজিত সাহা। নির্ধারিত সময় ধরে তিনি প্রতিটি বারোয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করে পৌঁছাচ্ছেন। শুক্রবার এবং শনিবার প্রায় ৪০ টি বারোয়ারি উদ্বোধন করেছেন। আজ রবিবার

নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক নম্বর গৌরাঙ্গ কলনীর শিব পার্বতী থেকে উদ্বোধন শুরু করলেন। আজও উদ্বোধনের সংখ্যা প্রায় ৩০। মনিপুর শ্রী শ্রী তোতাপুরী মা কালী (৫৫ বছর), বৈদিক পাড়ার বয়েজ ক্লাবের গঙ্গা মাতা, কর্মমন্দির ক্লাবের মহিষমর্দিনী(৫১), হরিসভা পাড়া নবীন সংঘের হরগৌরী, আগমেশ্বরী পাড়া রয়েল ক্লাবের পার্থসারথি থিমের মন্ডপ উদ্বোধন করা হলো। একই সঙ্গে নতুনভাবে সংস্কার করা ক্লাব ভবন উদ্বোধন করলেন বিধায়ক, পৌরপতি। উত্তর পশ্চিম পূর্ব সমস্ত দিকেই চলছে উদ্বোধন।

নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা তলা মহিষমর্দিনী মাতা ৮১ বছর পদার্পণ করলো। সিংহের উপর অধিষ্ঠিত দেবী দশভূজা ত্রিশূল দিয়ে অসুরকে বধ করেন। তিন দিনব্যাপী এই পুজো হয় শুক্রবার থেকে পুজো শুরু হয়েছে চলবে ২৭ নভেম্বর সোমবার পর্যন্ত। এই দেবীর পাশে পুজো পান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। বনোচারী বাগান নিউ যুব সংঘের গঙ্গা মাতা, বড়ালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের ভুবনেশ্বরী মাতা, শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটের সেবক সংঘের নারায়ণ, জনপ্রিয় ক্লাবের গণেশ জননী'মিশর রহস্যের থিম ' এবছর তাদের ৬৪বছরে পা রাখল। রাজরাজেশ্বরী শিব পূজা, কৈলাসের মহাদেব পুরানো টো লগেট, বিশ্বাস পাড়া আদিগঙ্গা, বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন মালঞ্চ পাড়া চণ্ডী মাতা, মালঞ্চ পাড়া আচার্য পাড়ার গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পূজার এবারের থিম অতৃপ্ত আত্মা। মালঞ্চ পাড়া আম বাগান যুগল মিলন ইয়াং ব্লাড ক্লাবের এ বছরের থিম মাটির ঘরে রাই কিশোরী। পশ্চিম প্রান্তের নবদ্বীপ শেষ এক নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত কুঠির পাড়া মুক্তি সূর্য ক্লাবের ভারত মাতা পূজার এ বছরের থিম রাজ বেচে ভারত মাতা ও বাহুবলির আদলে মন্ডপসজ্জা বিশেষ আকর্ষণীয়। আজ রবিবার থেকেই প্রচুর মানুষের সমাগম নবদ্বীপ শহরে। প্রচুর মানুষ এই সময় ভিড় করেন তাদের নানা রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয় তার জন্য নবদ্বীপ পৌরসভা, পুলিশ প্রশাসন, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। উদ্দেশ্য একটাই ঐতিহ্যমন্ডিত রাসকে সাফল্য করে তোলাটাই একমাত্র লক্ষ্য নবদ্বীপ বাসির।

মুণ্ডহীন লোকপাল কীভাবে,
সিবিআই তদন্ত নিয়ে কটাক্ষ মহুয়ার

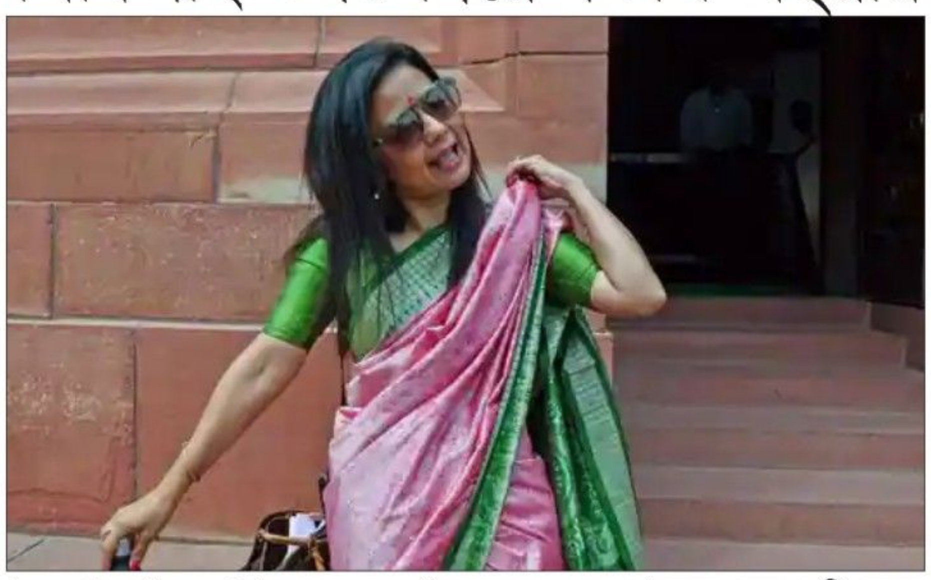

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি প্রথমবারের মতো মহুয়ার সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন মমতা। এরপর মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল এর তীব্র নিন্দা করেন গতকাল। তিনি বলেন, 'মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে আবার একই চিত্রনাট্য, অর্থাত বিজেপির চক্রান্ত। বিজেপি রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে পারছে না।এদিকে হিরানন্দানি দাবি করেছিলেন, ২০১৭ সালে বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মহুয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল তাঁর। সেইসময় বিধায়ক ছিলেন মহুয়া। ২০১৯ সালে সাংসদ হন মহুয়া। সেই সময় ব্যবসায়িক 'দ্বন্দ্ব' চলছিল আদানি এবং হিরানন্দনিদের মধ্যে। দর্শনের সংস্থার সঙ্গে চুক্তি না করে আদানি গোষ্ঠীর ধর্মা এলএনজির সঙ্গে চুক্তি করেছিল ইন্ডিয়ান অয়েল। এই আবহে আদানির বিরুদ্ধে প্রশ্নমালা তৈরি কে দেওয়ার জন্য দর্শনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মহুয়া। এর জন্য তাঁকে সংসদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন মহুয়া। হলফনামায় দাবি কর হয়, ক্রমেই মহুয়ার সঙ্গে হিরানন্দনির সম্পর্ক ভালো হতে থাকে। পরে তাঁর থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া করতে থাকেন মহুয়া। তাঁর ওপর নাকি মহুয়া চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। এই আবহে মহুয়ার কথা মতো চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এখন বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হওয়ায় তিনি নিজে থেকেই মুখ খুলেছেন বলে দাবি করেন হিরানন্দানি। পরে সংসদের এথিক্স কমিটি মহুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সুপারিশ করে এই মামলায়। বিজেপি-বিরোধী কণ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেস। তাই এই এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করে এক-এক রকম গল্প তৈরি করে যেভাবে তৃণমূল নেতৃত্বকে টার্গেট করে হেনস্থা করা হচ্ছে, সেভাবেই মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআইকে নামানো হয়েছে। সিবিআইকে নামিয়ে বিজেপি কাদা ছোড়াছুড়ি করছে। এজেন্সি দিয়ে বাংলার মাটিতে এই চক্রান্ত সফল হবে না। বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা, বৈষম্য রাজনীতির যে চিত্রনাট্য চলেছে, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআইকে নামিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি করা হল।'

লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ -
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা প্রস্তুতি সভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঐতিহাসিক লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভক্ত অনুরাগীদের নিয়ে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জ আশ্রমে। এই সভায় জেলার প্রতি ব্লক থেকে ৪/৫ জন করে প্রায় দেড়শো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি মানব জীবনে গীতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান।

মুখ্য সংগঠক স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ এই সভায় প্রেরণাদায়ী বক্তব্য পেশ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম স্থানে সমবেত গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশ করা আছে পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে। গীতার মূল নির্যাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী 'ত্যাগ'-এর কথা উল্লেখ করেন। ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি, স্বাধীনতা আন্দোলন, ছাত্র-যুবার চরিত্র গঠন, মানুষের মুক্তি বা মোক্ষ লাভ সকল ক্ষেত্রে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণে লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ ও স্বদেশপ্রেমী মানুষের এই সমাবেশ নতুন ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাই ত্যাগ ও সেবা ব্রত নিয়ে জেলার প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং কর্মসূচির প্রাথমিক রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে জেলার অন্যতম কার্যকর্তা শিবশঙ্কর মজুমদার ও স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ যথাযথ উত্তর দেন।

বাঁশবেড়িয়ায় জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত

হুগলি: নিউজ সারাদিন : জেলার বাঁশবেড়িয়ার সাহেব বাগান আম্বেদকর নগরে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, এসসি, এসটি এবং সংখ্যালঘু (এন ইউবিসি) দ্বারা ভারতীয় সংবিধান দিবস পালন করা হয়েছে। সংবিধান দিবসে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব যারা ভারতীয় নাগরিকদের সর্বজনীন, সমতাবাদী, মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্ত্যোদয় সংবিধানের চেতনা প্রদান করেছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এনইউবিসির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রামকৃত যাদব জাতীয় সংবিধান দিবসে সংবিধানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং দলিতদের যথাযথ ন্যায়বিচার প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন। হুগলি জেলা এনইউবিসির সভাপতি রামবাবু মাঝি ছাড়াও রজত রাম, কৈলাশ হরিজন, বি গোপাল রাও, বিনোদ সাও, রামজি রাজভর, অশোক রাজভার, বাবুচাঁদ প্রসাদ, শিবকুমার মাস্টার, নন্দলাল সাও, রামাশিশ রাম, বিশ্বনাথ সিং এবং দিলীপ চৌধুরীও তাদের বক্তব্য রাখেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

খুঁটিপুজো করে শাহ-সভার প্রস্তুতি শুরু পদ্মের, ১৪-র রেকর্ড ভাঙাই লক্ষ্য

সভায় উল্লেখযোগ্য জমায়েত ছিল ধর্মতলায়। সে বারেও শাহ এসেছিলেন। এ বারেও আসছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে শাহের সামনে বড় জমায়েত করাই এখন বিজেপির বড় লক্ষ্য। সেই কারণে বিজেপি রাজ্য জু□ড়ে প্রচারে নেমেছে। রবিবারই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারে রয়েছেন সুকান্ত ছাড়াও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ দলের সাংসদ, বিধায়কেরা। রবিবার খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে তাঁরা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবে এসেছিলেন দুই রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল এবং সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। তৃণমূল ফি বছর যেখানে ২১ জুলাইয়ের সভা করে, সেখানেই মঞ্চ বাঁধা হবে। প্রথম থেকেই এই গোঁ ছিল রাজ্য বিজেপির। দু'দুবার পুলিশের কাছে আবেদন করেও অনুমতি না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে গত শুক্রবারই চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে। তার পরে রবিবার থেকেই মঞ্চ বাঁধার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। বিজেপি সূত্রে যা জানা গিয়েছে তাতে, তৃণমূল 'শহিদ দিবস'-এর সভায় যেমন মঞ্চ বাঁধে, তেমনটাই করতে চায় বিজেপি। ত্রিস্তরীয় মঞ্চে নেতাদের পাশাপাশি দলের নিহত কর্মীদের পরিবারের সদস্যদেরও বসার ব্যবস্থা থাকবে। শাহের বক্তব্য রাখার জায়গাও আলাদা হবে। যেমনটা তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য করে। লম্বা, চওড়া, উচ্চতায় একই রকম মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে অনুকরণের অভিযোগ তুলেছে। প্রসঙ্গত, ধর্মতলায় সভার আগে তৃণমূলও এই ভাবে খুঁটিপুজো করে থাকে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "কাকের পিছনে ময়ূরপুচ্ছে গুঁজলেই ময়ূর হয় না। তাই বড় মঞ্চ বানিয়ে কিছু হবে না। জনসমর্থন না থাকলে জনসভা করে কোনও লাভ হয় না। জনসমর্থন রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।" বিজেপি অবশ্য এটাকে অনুকরণ মানতে চাইছেন না। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিশ্বের বৃহত্তম দল বিজেপি। কোনও আঞ্চলিক দলের অনুকরণের দরকার পড়ে না আমাদের। তারা কী বলছে, তা নিয়েও আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। তৃণমূল বরং দলের প্রকৃত মালিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে গোলমাল মেটাক।"

২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর। ধর্মতলায় এই জায়গাতেই সভা করেছিল বিজেপি।৩ ফাইল চিত্র।

১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা রাজ্য পাচ্ছে না বলে দীর্ঘ দিন ধরেই সরব তৃণমূল। তা নিয়ে দিল্লিতেও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রেক্ষিতেই বিজেপির এই সভা। দলের লক্ষ্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে 'বঞ্চিত' এক লাখ মানুষকে হাজির করা। রবিবার জগন্নাথ দাবি করেন, "আমরা এক লক্ষ জমায়েতের কথা বলেছিলাম। কিন্তু যে ভাবে আমরা বিভিন্ন জেলা থেকে সাড়া পাচ্ছি, তাতে সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়ে যাবে।" প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহল থেকে লোক আনার জন্য রাজ্য বিজেপি ন'টি ট্রেন ভাড়া করেছে বলেও জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে ঠিক হয়েছে বুধবার হাওড়া এবং শিয়ালদহ থেকে দু'টি মিছিল এসে মিশবে ধর্মতলা। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, জমায়েতে যোগ দেওয়া মানুষেরা যে 'বঞ্চিত', তার প্রমাণ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করছে দল। ধর্মতলা চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় ১০টি বড় মাপের বাক্স রাখা থাকবে। সেখানে দলের সমর্থকেরা কে কোন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত, তা লিখিত ভাবে জমা দেবেন। তবে সভার দিনেই শুধু নয়, আগামী দিনের আন্দোলনের জন্য এই অভিযোগ সংগ্রহ চালিয়ে যাবে বিজেপি। পরে তা দিল্লিতে পাঠানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে তৃণমূলও এই ভাবে অভিযোগ সংগ্রহ করেছিল। তা নিয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন স্বয়ং অভিষেক।

১-ম পাতার পর

মহারাষ্ট্রে একতরফা আসন রফার ঘোষণা বিজেপির, অসন্তোষ শিণ্ডে-অজিত পওয়ার শিবিরে

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জোট ছিল অবিভক্ত শিব সেনার সঙ্গে। সেবার বিজেপি লড়েছিল ২৫ আসনে। আর শিব সেনা ২৩ আসনে। বিজেপি জিতেছিল ২২টি। আর শিব সেনা জিতেছিল ১৮টি। এবার শিব সেনা বিভক্ত। বিজেপি জোটে নাম লিখিয়েছেন অজিত পওয়ার । জোট সঙ্গী বাড়ায় বিজেপি নিজেদের ভাগের আসন কমিয়ে সঙ্গীদের বাড়তি জায়গা দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। সেটা না করে উলটে নিজেদের দাবি আরও বাড়িয়ে নিল গেরুয়া শিবির।

'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির আওতায় যুব সঙ্গম-এর

তৃতীয় পর্যায়ে ৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর পশ্চিমবঙ্গ সফর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে যুব সঙ্গম-এর তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর এক প্রতিনিধিদলকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হচ্ছে শিক্ষা তথা সাংস্কৃতিক পর্যটনের উদ্দেশ্যে। যুব সঙ্গম হল 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা মন্ত্রকের এক বিশেষ উদ্যোগ। এর লক্ষ্য হল, তরুণ-তরুণীদের দেশের সমৃদ্ধ বৈচির্ত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ও ওয়াকিবহাল করে তোলা। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা হাতে-কলমে পরীক্ষানিরীক্ষা ও শিক্ষার সুযোগও লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচিত্র অধ্যায়, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাফল্য, স্থাপত্য তথা কারিগরি কৃৎকৌশল, শিল্পোন্নয়ন এবং যে রাজ্য সফর করা হচ্ছে, সেখানকার সাম্প্রতিক সাফল্যগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও এই কর্মসূচির আরও একটি উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মানুষের সঙ্গে পরিচয় তথা আলাপচারিতার সুযোগও পাবেন শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীরা। যুব সঙ্গম-এর এই পর্যায়ে সারা নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস জুড়ে সফরসূচি তৈরি করা হয়েছে। সফরকালে ছাত্র প্রতিনিধিরা পর্যটন, ঐতিহ্য তথা পরম্পরা, অগ্রগতি, প্রযুক্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সফররত রাজ্যগুলি থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবেন। যুব সঙ্গম-এর তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে দেশের ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই পর্যায়ে যুক্ত করা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়-আইআইটি দিল্লি; আইআইটি ধারওয়াড়-আইআইটি রোপার; এস পি পি ইউ পুণে-আইআইটি গুয়াহাটি; আইআইটি-হায়দরাবাদ-বারাণসীর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়; আইআইএম ত্রিচি-আইআইটি কোটা; আইআইআইএম সম্বলপুর-এনআইটি কালিকট; আইআইআইটিডিএম জব্বলপুর-আইআইটি খড়্গপুর; আইআইআইটি রাঁচি-এনআইটি কুরুক্ষেত্র; এনআইটি গোয়া-আইআইটি ভিলাই এবং আইআইএম বুদ্ধগয়া-আইআইআইটি সুরাট। যুব সঙ্গম-এর প্রথম দুটি পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। দু'হাজার জনেরও বেশি তরুণ-তরুণী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে, যুব সঙ্গম-এর তৃতীয় পর্যায়টিও যে একটি সফল উদ্যোগ হয়ে উঠতে চলেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' আদর্শ ও কর্মসূচির এই বিশেষ উদ্যোগটি দেশে পরিবর্তনের দিশারি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মেধা ও প্রতিভাকেই শুধু উৎসাহিত করবে না, একইসঙ্গে দেশের বৈচির্ত্য সম্পর্কে তাঁদের গভীরভাবে সচেতন করে তুলবে। ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ভারত গঠনে তা তাঁদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেই সরকার মনে করে।

সংবিধান দিবস উদযাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত, ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস। এই দিনটি যথোচিত মর্যাদায় উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক। স্থির হয়েছে যে ইন্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে উদযাপিত হবে এই বিশেষ দিনটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। এ বছর উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। পাঁচটি পৃথক পৃথক পর্বে এই আলোচনাচক্র ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দেশের আইন ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবেন দেশের আইন বিশেষজ্ঞরা। মূল লক্ষ্য হবে, আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে নতুন ভারত গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। সাংবিধানিক মূল্যবোধ, বিশ্ববাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পৃথিবী ও মানুষের কল্যাণের বিষয়টিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানের আলোচনাপর্বগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনকর। মূল ভাষণটিও দেবেন তিনি। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, আইন কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রী ঋতুরাজ অবস্থী, সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা, এনএইচআরসি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী অরুণ কুমার মিশ্র, ভারতের শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমতী ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক দপ্তরের সচিব ডঃ নীতিন চন্দ্র তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করবেন এদিনের অনুষ্ঠানে। এই উপলক্ষে 'আ গাইড টু অল্টারনেটিভ ডিসপ্যুট রেজোলিউশন' এবং 'পার্সপেক্টিভস অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট;' নামের দুটি গ্রন্থও এদিন এই উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া, 'লিমিটস অফ লিবার্টি - ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভার্সেস ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ' শীর্ষক একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে সংবিধান দিবসের প্রাক্কালে। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০ হাজার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীকে ৩০ হাজার টাকা। ২০,০০০ টাকা পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে বিজয়ী তৃতীয় প্রতিযোগীকে।

রাতে খারাপ আত্মা ভর করে?

ইসলাম নিলেই পালাবে ভূত', যোগীরাজ্যে গ্রেপ্তার মৌলবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্ম পরিবর্তন করলেই ভূত পালাবে! এমন টোপ দিয়ে হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মান্তকরণে অভিযুক্ত মৌলবী। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি এলকায় ভূত তাড়ানো ওঝা হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি এক মহিলা অদ্ভুত আচরণ করছিলেন। কথায় কথায় হেসে ওঠেন, কখনও আবার ডুকরে কেঁদে ওঠেন।অভিযোগ, মৌলবী ভূত তাড়ানোর জন্য বাড়ি থেকে দেব-দেবীর ছবি সরিয়ে ফেলতে বলে প্রথমে। মিনু সেই কাজ করলে তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এমনকী ছেলে এবং বাড়ির অন্যদেরও ধর্ম বদলে ফেলতে চাপ দেন সরফরাজ। এসিপি রবি কুমার সিং জানান, গ্রেপ্তার করা হয়েছে সরফারজকে। জেরায় সে স্বীকার করেছে, গত আট বছর ধরে ওঝার কাজ করছিল। এর আগেও ভূত তাড়ানোর নাম করে ধর্মান্তকরণ করেছে। অবৈধ ধর্মান্তকরণ আইনে মামলা হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীদের পরামর্শে গিয়েছিলেন ওই মৌলবীর কাছে। অভিযোগ, ভূত ছাড়ানোর নামে মৌলবী মহিলার ধর্ম পরিবর্তন করেন। মহিলার ছেলের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত মৌলবীর নাম সরফরাজ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন অক্ষয় শ্রীবাস্তব নামের এক ব্যক্তি। স্থানীয় থানায় দায়ের করা অভিযোগে অক্ষয় জানিয়েছেন, ২০১৭ সাল থেকেই তাঁর মা মিনু (৪৫) শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবেশীদের পরামর্শ মৌলবী সরফরাজের কাছে গিয়েছিলেন মিনু।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ সোমবার ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সর্বত্যাগের রাজনীতি কোথায়

নীতি মেনে নিজে সব পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পদে না থেকেও দল এবং রাজনীতির কাজ করা যায় বলে বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন। সেই বিমান বসুর মুখেই এ বার আক্ষেপ শোনা গেল রাজনীতি ক্রমশ 'আয় করার উপায়ে' পরিণত হওয়ায়। তাঁর মন্তব্য, যে মন্ত্রিসভার সদস্যদের দুর্নীতির দায়ে জেলে যেতে হয়, সেই মন্ত্রিসভা এবং দলের নেতারাই এখন অক্লেশে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান!বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ এনে বিমানবাবু আরও বলেছেন, "চুরি-দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রীরা জেলে যাচ্ছেন। তার পরে মুখ কালো করে যাঁদের বসে থাকার কথা, তাঁরাই এখন বুক ফুলিয়ে বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছেন!" অশোকবাবুর বিভিন্ন লেখার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এ দিনের অনুষ্ঠানে। ফ ব-র সাধারণ সম্পাদক জি দেবরাজন ও রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় এখনকার প্রেক্ষাপটে বাম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ফ ব-র রাজ্য দফতর হেমন্ত বসু ভবনে অশোকবাবুর উপরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস।প্রয়াত ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে শনিবার মহাজাতি সদনে প্রধান বক্তা ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান। বয়সে অশোকবাবু বড় হলেও রাজনৈতিক জীবনে তাঁর সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল বিমানবাবুর। দু'জনে একসঙ্গে পুরুলিয়ার মতো জেলায় বাম সংগঠনের কাজ করেছেন, বামফ্রন্টের হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। দু'জনের জন্মদিনও পরপর দু'দিনে। পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাতে যেতে কখনও ভুলতেন না দুই বাম নেতা। প্রয়াত ফ ব নেতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়েই বিমানবাবু এ দিন বলেছেন, "অশোকদা'র মতো নেতারা সর্বত্যাগী হয়ে রাজনীতি করতে এসেছিলেন। মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে জীবন বিকিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দিনে এ সব অলীক কল্পনা! এখন যাঁরা রাজনীতি করতে আসেন, তাঁদের বেশির ভাগই ভাবেন কী ভাবে আয় বাড়ানো যাবে।" প্রসঙ্গত, অশোকবাবু এবং বিমানবাবু, দু'জনেই বাড়ি-পরিবার ছেড়ে দলের কার্যালয়েই জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ছেয়ে গিয়েছে জাল শংসাপত্র, থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলি পুরপ্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন যখন 'লাইন করে' বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তোলার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন লাগোয়া সাংগঠনিক জেলা বনগাঁর পুরপ্রধান ভুয়ো শংসাপত্রের অভিযোগ জানাতে গেলেন থানায়। একের পর এক ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট জমা পড়েছে। এই নিয়ে সম্প্রতি সাংবাদিক বৈঠক করেন বনগাঁর তৃণমূলি পুরপ্রধান গোপাল শেঠ।পালটা বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অশোক কীর্তনীয়া বলেন, 'একদিকে তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস বলছেন বাংলাদেশিদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে, ওদিকে গোপালবাবু জাল শংসাপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। 'রবিবার সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তিনি। কে বা কারা পুরসভার নথি জাল করে ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈরি করছে তাদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঠাকুরনগর থেকে মানবপাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এন আই এ. এর পরই বিষয়টি নিয়ে বনগাঁ পুরসভার অন্দরে শোরগোল শুরু হয়।
গোপালবাবু বলেন, এই জাল সার্টিফিকেট দেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। এরা তো আর এখানে থাকছে না। আধার কার্ড পাসপোর্ট বানিয়ে অন্য দিল্লি - বোম্বে সব জায়গায় চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে এদের ধরা দরকার।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

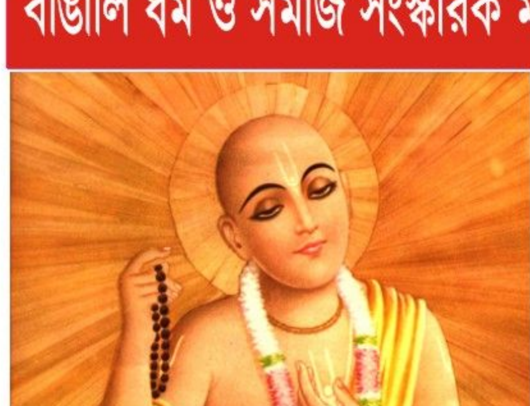

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু পুর্বোক্ত পন্ডিতেরা এদিকে না তাকিয়ে রাখালদাসের মন্তব্যটিকে নির্বিচারে গ্রহণ করে ওড়িয়া জাতির পতনের জন্য চৈতন্য ও চৈতন্যধর্মকে দায়ী করে থাকেন।তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, গোবিন্দ বিদ্যাধর বা তার সমগোত্রীয় কেউ চৈতন্যকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তৎকালীন ওড়িশার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে একথা জোর দিয়ে বলা চলে যে,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হয়ে গেলেও রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে লোকাল নেতারা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সুরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না, সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ছবি নিয়ে মুখ খুললেন সারা টেন্ডুলকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিপফেক ছবি (একজনের মুখের ছবি অন্যের সাথে প্রতিস্থাপন করা) এবং ভিডিও নিয়ে বিরক্ত সচীন টেন্ডুলকার কন্যা সারা টেন্ডুলকার। ইনস্টাগ্রামে এ বিষয় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন সারা।

অনুরাগীদের সতর্ক করেছেন, এক্স প্ল্যাটফর্মে তার নাম ব্যবহার করে কেউ একজন ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন, এমনকি ভুয়া অ্যাকাউন্টটি নিজেকে সারা টেন্ডুলকার হিসেবে দাবি করছে।

সারা জানিয়েছেন, এক্সে (আগে নাম ছিল টুইটার) তার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। তার সাফ মন্তব্য, তার নাম এবং ছবি দিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। বুধবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দীর্ঘ নোটে তিনি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার 'ডিপফেক' ছবি তৈরি করা হচ্ছে। সারা লেখেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া অসাধারণ একটা জায়গা। এখানে আমরা নিজের আনন্দ, দুঃখ এবং প্রতিদিনের সমস্ত কিছু ভাগ করে নিই। কিন্তু সেখানে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে সত্যিটাকে পালটে দেওয়া হচ্ছে, যা ইন্টারনেটের কোনও পোস্টের সত্যতার ওপর প্রশ্ন তৈরি করছে'।

আরও লিখেছেন, 'আমি এমন কিছু 'ডিপফেক' ছবি দেখেছি, যার সঙ্গে সত্যের দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই। এক্সে (আগে নাম ছিল টুইটার) আমার নাম এবং ছবি ব্যবহার করে এমন কিছু অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে যা মানুষের কাছে ভুল তথ্য দিচ্ছে। এক্সে আমার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। আশা করছি এক্সের সেই অ্যাকাউন্টগুলো মুছে দেওয়া হবে। বিনোদন ভালো, কিন্তু তার জন্য কখনও সত্যিকে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। সব সময় সত্যি কথা বলাই ভালো'।

প্রসঙ্গত, সারা টেন্ডুলকারের নামে একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে এক্সে। তবে এই পোস্টে সারা সাফ জানিয়েছেন, এক্সে (আগে নাম ছিল টুইটার)-এ তার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। বিশ্বকাপের মাঝে সারা এবং ক্রিকেটার শুবমান গিলের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে দেখা যায় শুভমনকে জড়িয়ে রয়েছেন সারা। পরে জানা যায় ভাই অর্জুন টেন্ডুলকরাকে জড়িয়ে ছিলেন সারা। তিনি সেটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্ট করেছিলেন। সেই ছবিই বিকৃত করে শুবমানের মুখ বসানো হয়েছিল।

'ডানকি'র গানে তাপসীর প্রেমে 'লুট পুট' খাচ্ছেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'জওয়ান'র অ্যাকশন ছেড়ে 'ডানকি'তে আবারও রোমান্টিক মুডে ফিরলেন শাহরুখ খান। আগামী ২১ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। 'ডানকি'তে তাপসী পান্নুর প্রেমে 'লুট পুট' খাচ্ছেন বলিউড বাদশা! বুধবার (২২ নভেম্বর) অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠে 'লুট পুট গ্যায়া' শিরোনামের গান প্রকাশ পেয়েছে। নতুন গানে শাহরুখ-তাপসীর রসায়নে মুগ্ধ ভক্তরা।

বক্স অফিসে ফিরেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন শাহরুখ খান। প্রথমে 'পাঠান', তারপর 'জওয়ান'। দু'টি সিনেমাই হাজার কোটি টাকার বেশি আয় করেছে। এবার 'ডানকি'র পালা।

সিনেমাটির মাধ্যমে প্রথমবার পরিচালক রাজকুমার হিরানির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন বলিউড বাদশা। আর প্রথম ঝলকেই অন্যরকম এক গল্পের আভাস মিলেছে।

রোমান্টিক গানে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠ। প্রীতমের সুরে গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ। গানের কথা লেখেন স্বানন্দ কিরকিরে ও আইপি সিং। কোরিওগ্রাফি করেছেন গণেশ আচার্য।

শাহরুখ-তাপসী ছাড়াও এ সিনেমার অন্যতম আকর্ষণ ভিকি কৌশল। অভিনয় করেছেন সুখির চরিত্রে। এর পাশাপাশি বুগগু আর বল্লির চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিক্রম কোচর ও অনিল গ্রোভার। এই চারজনকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাবে গল্প। এছাড়াও সিনেমাতে রয়েছেন বোমান ইরানি, ধর্মেন্দ্র, সতীশ শাহ, জ্যোতি সুভাষের মতো অভিনেতা।

অভিনয়ে ক্যাটরিনার নতুন শর্ত, স্বামীর বেলাতেও তা প্রযোজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'টাইগার-৩' মুক্তির পর নতুন ছবির প্রস্তাব আসা শুরু করেছে অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের কাছে। তবে স্রোতে গা ভাসাতে নারাজ এই বলিউড তারকা। গল্পের ধরন আর চরিত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে এক নির্মাতা তাঁর স্বামী ভিকি কৌশলের বিপরীতেও অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাকেও শর্ত বেঁধে দিয়েছেন ক্যাটরিনা। সরাসরি বলে দিয়েছেন, যদি 'উরি' ছবির 'বিহান শেরগিল' কিংবা 'টাইগার' ফ্রাঞ্চাইজির আলোচিত 'জোয়া'র কথা ভেবে কোনো চিত্রনাট্য লেখা হয়, তাহলে অভিনয়ের বিষয়ে ভাববেন। নইলে বিপরীতে ভিকি থাকলেও যেকোনো ধরনের কাজ করার ইচ্ছে নেই। ক্যাটরিনার কথায়, ভিকি মেধাবী, যেকোনো ধরনের চরিত্র দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার দক্ষতা আছে তার। কিন্তু কথা হলো, সহশিল্পী বড় তারকা বা গুণী অভিনেতা হলেও কাজের সার্থকতা সেখানেই, যদি গল্প ও চরিত্র দর্শকমনে ছাপ ফেলার মতো হয়। তাই ভিকির বিপরীতে দর্শক তখনই আমাকে দেখতে পাবেন, যখন ভালো একটি কাজের প্রস্তাব আসবে।

এদিকে, ভারতজুড়ে চলছে 'টাইগার-৩' ঝড়। টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় এ ছবি মুক্তির আগে থেকেই নানাভাবে আলোচনায় এসেছিল। মুক্তির আগেই 'টাইগার-৩' আগের দুই ছবির সব রেকর্ড ভেঙে ফেলবে বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন বলিউড বাসিন্দারা। আদৌ সেটি হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচের দিন।

যখন নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াই করছিল, সেদিনভারতীয় সিনেমা হলগুলোর চিত্র ছিল হতাশাজনক। কোনোভাবেই দর্শক টেনে আনা যাচ্ছিল না প্রেক্ষাগৃহে। তাই মুক্তির পর যে ছবিটি ঝড় তুলেছিল, সেই 'টাইগার-৩'-এর বক্স অফিস কালেকশনও এদিন তলানিতে এসে ঠেকেছিল। কিন্তু একদিন পরেই আবার চিত্র বদলে গেছে। হুহু করে বাড়তে থাকে সালমান-ক্যাটরিনার এই ছবির দর্শক।

থালাপাতি বিজয়ের 'লিও' ঘরে বসে দেখা যাবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকেশ কানাগারাজের পরিচালনায় থালাপতি বিজয়ের 'লিও' এ বছর তামিল সিনেমার অন্যতম হিট। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৬০০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে। প্রেক্ষাগৃহে দারুণ সফল 'লিও' এবার ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তির জন্য প্রস্তুত।

এ মাসেই ঘরে বসে সিনেমাটি দেখতে পাবেন দর্শক। সিনেমাটি মুক্তির আগেই নেটফ্লিক্সের কাছে রেকর্ড মূল্যে বিক্রি হয়েছে 'লিও'। তাই ওটিটিতে সিনেমাটি দেখার অধীর অপেক্ষায় দর্শক।

গেল ২০ নভেম্বর নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া সাউথের অফিসিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডল থেকে 'লিও'র স্ট্রিমিং তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা লিখেছে, 'অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে! আমাদের কাছে আপনাদের জন্য দুর্দান্ত খবর আছে। আপনারা কি রেডি? লিও আসছে ২৪ নভেম্বর ভারতের নেটফ্লিক্সে এবং ২৮ নভেম্বর বিশ্বব্যাপী আসছে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় ও হিন্দি ভাষায়।'

২০২১ সালে 'মাস্টার'-এর পর লোকেশ কানাগারাজ ও বিজয়ের দ্বিতীয় প্রজেক্ট 'লিও'। সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন লোকেশ, রথনা কুমার ও দীরাজবৈদ্য।

এতে বিজয়, ত্রিশা, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন সারজা, মাইস্কিন, স্যান্ডি ও গৌতম মেনন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

আমাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে

ভাবতে হবে; কেন বললেন স্কালোনি?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ২২ নভেম্বর ম্যাচে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। দুই দলের সমর্থকদের বিবাদে জড়ানোর কারণে বিলম্বে শুরু হওয়া ম্যাচও শেষ সময় পর্যন্ত 'উত্তাপ' ধরে রেখেছিল মাঠে খেলোয়াড়দের 'অপেশাদার' আচরণে। তবে সব ছাপিয়ে মারাকানার মাঠ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে মেসির আর্জেন্টিনা। কিন্তু এরপর যেন তাদের জন্য হাজির হয়েছে অনেক বড় এক অস্বস্তি।

এই ম্যাচের পর অনেকটা হুট করেই চাকরি ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। এ ব্যাপারে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি ক্লাদিও তাপিয়ের সঙ্গেও কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ বলেছেন, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বলটা থামিয়ে দিয়ে ভাবতে হবে। এই সময়ে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হবে। এই ফুটবলাররা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। তারা পুরো কোচিং স্টাফকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে। আমাকে ভাবতে হবে কী করবো আমি।'

মাঠে উপস্থিত আর্জেন্টাইন সংবাদ মাধ্যম টিওআইসির সাংবাদিক হোয়াকিন ব্রুনো জানিয়েছেন, কোচিং স্টাফদের সঙ্গে ম্যাচের পঞ্চশেষ ছবিও তুলে রেখেছেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতানো স্কালোনি কেন হুট করে দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন সেটি অবশ্য নিশ্চিত করে জানা যায়নি এখনও। তবে তিনি বলছেন, আলবিসেলেস্তেদের জন্য এখন আরও বেশি এনার্জি আছে এমন কাউকে দরকার। ব্রাজিল ম্যাচের পর স্কালোনি আরও বলেন, 'এটা আসলে বিদায় নয়। কিন্তু প্রত্যাশাটা এখন অনেক উঁচুতে আর এখন আমার জন্য চালিয়ে যাওয়া ও জিততে থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেরা কঠিন করে ফেলেছে। এটা আসলে ভাবার সময়। আমি প্রেসিডেন্টকে (আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন) জানাবো। ফুটবলারদের পরে বলবো কারণ এই জাতীয় দলের আরও বেশি এনার্জিওয়ালা কাউকে দরকার।'

ব্রাজিল ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে পারবে কি?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : হতাশা শব্দটাকেও যেন হতাশ করে চলেছে ব্রাজিলের ফুটবলাররা। পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা এবার বাছাইপর্ব ডিঙাতে পারবে কিনা সে নিয়েই শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে টানা তিন ম্যাচ হেরে চরম বিপাকে ব্রাজিল। গত তিন ম্যাচ কেবল ১ পয়েন্ট অর্জন করতে পেরেছে সেলেসাওরা। ঘরের মাঠে ওরা আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছে ১-০ গোলে।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উরুগুয়ে, ১২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে কলম্বিয়া, ৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে ভেনেজুয়েলা ও ৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে ইকুয়েডর।

এদিকে ৬ ম্যাচে ৩ হেরে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান সেলেসাওদের। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দশটি দল একে অন্যের বিপক্ষে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচের ভিত্তিতে মোট ১৮টি ম্যাচ খেলবে। এরপর সেরা ছয়টি দল সরাসরি বিশ্বকাপ-২০২৬ এ খেলার সুযোগ পাবে।

বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। যদি সব খেলা শেষে তারা সেরা ছয়ের মধ্যে থাকতে না পারে, তবে ২০২৬ বিশ্বকাপে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে না পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

যদি বাছাইপর্বে সাত নম্বর অবস্থানে থাকে ব্রাজিল, তাহলে সেলেসাওদের অংশ নিতে হবে ফিফা প্লে-অফ টুর্নামেন্টে। আর যদি সেরা সাতেও না থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ইতালির মতো ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে নেইমার-ভিনিসিয়ুসদের।

কোচ কাইফকে ওয়ার্নারের খোঁচা

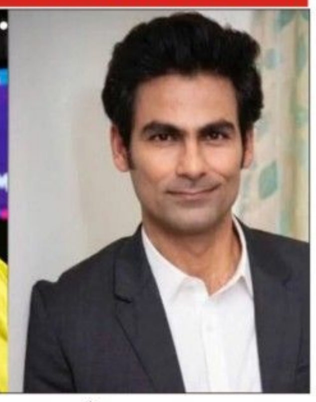

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত রবিবার (১৯ নভেম্বর) স্বাগতিকদের হারিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করেছে অস্ট্রেলিয়া। টানা দুই হারে টুর্নামেন্ট শুরু করা দলটিই শেষে এসে হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। টানা ৮ ম্যাচ জিতে চলে যায় ফাইনালে। আর সেখানে উড়ন্ত ফর্মে থাকা ভারতকে মাটিতে নামিয়ে আনে প্যাট কামিন্স-ডেভিড ওয়ার্নাররা। বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের এমন অপ্রত্যাশিত হার মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। যে তালিকায় ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফও। ভারতই কাগজে কলমে বিশ্বকাপের সেরা দল হিসেবে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কাইফের এমন মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগেনি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নারের। কাইফ বলেছিলেন, 'সেরা দলটিই বিশ্বকাপ জিতেছে এটা আমি কখনোই মেনে নিবো না। ভারতই কাগজে-কলমে বিশ্বকাপের সেরা দল।' তার এমন কথা শেয়ার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি লিখেছেন, 'আমি এমকেকে (মোহাম্মদ কাইফ) পছন্দ করি। কিন্তু ব্যাপারটি হচ্ছে, কাগজে কী থাকল, সেটি ব্যাপার নয়।'

আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালসের সুবাদে ওয়ার্নারের কোচ কাইফ। বিশ্বকাপ শেষে নিজের কোচের মন্তব্যই যেন সইলো না তার। ফাইনালের ইস্যু টেনে বলেছেন, 'দিন শেষে কাজের সময় আপনাকে পারফর্ম করতে হবে। এ কারণেই এটিকে ফাইনাল বলা হয়। ওই দিনের ওপরই সব নির্ভর করছে, আর ফল যেকোনো দিকেই যেতে পারে। এটিই খেলা।'

শেষে অবশ্য কিছুটা হুমকি দিয়েই ওয়ার্নার লিখেছেন, '২০২৭, আমরা আসছি।' যদিও আগামী বিশ্বকাপে ৩৭ বছর ওয়ার্নারকে দেখা যাবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

ব্রাজিলের যে ঐতিহাসিক

রেকর্ড ভেঙে দিল মেসিরা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সালের আসরের দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে মাঠে নেমেছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। তবে ম্যাচটি নির্দিষ্ট সময়ে মাঠে গড়ায়নি দুই দলের সমর্থকদের হাতাহাতির কারণে। গ্যালারিতে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জও করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে দল নিয়ে মাঠ ত্যাগ করেন লিওনেল মেসি। ৩০ মিনিট পরই অবশ্য খেলা শুরু হয়। যদিও উত্তাপ ছড়ানো এই ম্যাচে ব্রাজিলকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছে আর্জেন্টিনাই। পাশাপাশি ব্রাজিলের এক ঐতিহাসিক রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে মেসিরা।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এর আগে ঘরের মাঠে হারের অতীত রেকর্ড ছিল না সেলেসাওদের। দীর্ঘ দিন ধরে বয়ে চলা সেই রেকর্ড অবশেষে ভেঙ্গে দিল আর্জেন্টিনা। বুধবার সকালে মারাকানা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হারের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল ম্যাচ খেলেছিল মোট ৬৪টি। যেখানে জয় ৫১ এবং ড্র বাকি ১৩ ম্যাচে। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি ফার্নান্দো দিনিজের দল। ২০০১ সালের পর এবারই প্রথম টানা তিন ম্যাচ হারল ব্রাজিল।

ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া গোলটি করেন নিকোলাস ওতামেন্ডি। ৬৩ মিনিটে জিওভানি লো সেলসোর কর্নারে হেডে জাল খুঁজে নেন এই ডিফেন্ডার। উরুগুয়ে, কলম্বিয়ার কাছে হারের পর আর্জেন্টিনা ম্যাচ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল ব্রাজিল কিন্তু ব্যর্থতার বৃত্তেই আটকে থাকতে হল সেলেসাওদের। এতে টানা তিন ম্যাচ হেরে ৬ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে নেমে গেল ব্রাজিল।

আর উরুগুয়ের কাছে হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল আর্জেন্টিনা। ৬ ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক হারে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আলবেসিলেস্তারা।

বিশ্বকাপ ফাইনালে আগে ব্যাট

না করার কারণ জানালেন ওয়ার্নার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বাগতিক ভারতের সঙ্গে টস জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ভারতের বিপক্ষে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে এমন সিদ্ধান্তের পর অনেকে অবাক হয়েছিল। তবে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক যে ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বুঝা যায় তাদের বোলিং আক্রমণ দেখার পরই।

এবার বিশ্বকাপ ফাইনালে আগে টস জিতে বোলিং করার কারণ জানিয়েছেন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। সম্প্রতি তিনি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে আলাপচারিতা করার সময় ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে আগে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওয়ার্নার বলেন, 'ফাইনালের আগের রাতে আমরা অনেক সময় ধরে ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করেছি। ফাইনালে আমাদের কী করা উচিত। পরিসংখ্যান এবং আমাদের সামর্থ্য দুটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি। অনেকে বলেছে আগে ব্যাট করে বড় সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু তারপর ম্যাচের দিন আমরা আবার এ নিয়ে সবাই কথা বলি যেখানে সবাই রান তাড়া করার পক্ষে মত দেয়। তার পরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আগে বোলিং করব।'

সেই ম্যাচে আগে ব্যাটিং করে ২৪০ রানে স্বাগতিক ভারতকে আটকে দেয় অজিরা। এরপর ভারতের দেওয়া টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৭ ওভার বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় অজিরা। সেই সঙ্গে মিশন হেক্সা সম্পূর্ণ করে অস্ট্রেলিয়া।

সাবেক স্ত্রী হাসিনকে নিয়ে

যা বললেন শামি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের বিশ্বকাপ জেতা হয়নি তবে মোহাম্মদ শামি জিতে গেছেন। নানা চড়াইউতরাই পেরিয়ে প্রথম চার ম্যাচ না খেলেও তিনি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। ৭ ম্যাচে শিকার করেছেন ২৪ উইকেট। ভারতের বিশ্বকাপ ইতিহাসেও সর্বোচ্চ উইকেট টেকার এখন শামি।

তবে তার জীবন কাঁটায় ভরা। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনটা তার বিষিয়ে আছে। তার সাবেক স্ত্রী মডেল ও অভিনেত্রী হাসিন জাহানের সাথে টানাপড়েন চলছে। এক সাক্ষাৎকারে শামি সেই যন্ত্রণা নিয়ে খোলাখুলি কথাও বলেছেন।

শামি বলেছেন, 'কেউ যদি সত্যি কথা না বলে, তাহলে সে পালাবে। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না। আমি জানি সত্যিটা একদিন ঠিক সামনে আসবে। যখন যেখানে যেতে বলা হয়েছে আমি গিয়েছি। ৪-৬ দিন একটু মানসিক সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু পরিবার আমার পাশে ছিল। তখন নিজেকে বোঝালাম যে, আমার নতুন করে শুরু করা উচিত। আমি তো আর কাউকে খুন করিনি যে পালিয়ে যাব। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটাও সত্যি নয়। তাহলে আমি কেন থেমে থাকব।'

২০১৪ সালের ভালোবাসার বিয়ে ভেঙেছিল ২০১৮ সালেই। তার বিরুদ্ধে হাসিন আদালতে মামলাও করেন। শামি এখনো টানছেন সে মামলার ঘানি।

ইউরো ও কোপায়

জায়গা নিশ্চিত করলো যারা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী বছরের ১৪ জুন জার্মানিতে বসবে ইউরোর আসর। এরই মধ্যে ওই আসরের জন্য ২৪ দলের মধ্যে ২১ দল তাদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবে কোপা আমেরিকার আসর। ১৬ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে আসরটি। ১৪ দল টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। ইউরোয় জায়গা নিশ্চিত করা দল: বাছাই থেকে আসা ২০ দল: বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্কটল্যান্ড, স্পেন, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, রোমানিয়া, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, চেক রিপাবলিক, স্লোভেনিয়া। স্বাগতিক কোটায় সরাসরি বিশ্বকাপে আছে জার্মানি। আসরের বাকি তিন দল আসরে প্লে অফ থেকে। তেমন বড় দল অবশ্য প্লে অফে নেই। প্লে অফ খেলবে- ইউক্রেন, পোল্যান্ড, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, গ্রিস, ইসরায়েল, বসনিয়া, জর্জিয়া, কাজাখস্তান, লুক্সেমবার্গ ও এস্তোনিয়া। কোপা আমেরিকায় কনমেবল থেকে ১০টি ও কনকাকাফ থেকে ৪টি দল জায়গা নিশ্চিত করেছে। কনমেবলের ১০ দল: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা। কনকাকাফ: পানামা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, জামাইকা।

প্লে অফ খেলবে: কানাডা, হন্ডুরাস, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো, কোস্তারিকা। চার দলের মধ্যে দুই দল পাবে কোপা আমেরিকার টিকিট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR